খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ২৪ জুলাই ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ তা'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত সা'দ (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সাথে বদর, উহুদ, পরিখা, হুদায়বিয়া, খায়বার এবং মক্কা বিজয়সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মহানবী (সাঃ)এর দক্ষ তিরন্দাজ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছেন এবং তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র পথে তির নিক্ষেপ করেছিলেন আর এটি ছিল হযরত উবায়দা বিন হারেস (রাঃ)এর যুদ্ধাভিযানের ঘটনা।

দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মহানবী (সাঃ) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে ৮জন মুহাজির সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রদলের আমীর নিযুক্ত করে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য খার্‌রারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি (রাঃ) সরিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রাঃ) এর সঙ্গেও অংশ নিয়েছিলেন।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দের বীরত্বের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও অশ্বারোহীর মতো বীর-বিক্রমে লড়াই করছিলেন। এ কারণেই হযরত সা'দকে 'ফারিসুল ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের অশ্বারোহী' বলা হতো। উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন যারা চরম অনিশ্চয়তার মাঝেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট দৃঢ়-অবিচল ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের ভাই উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস, যে কিনা মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ওপর ভয়াবহ আক্রমণ করে হযরত আক্‌দাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)এর নিচের পাটির দু'টি পবিত্র দাঁত শহীদ করে এবং মহানবী (সাঃ) পবিত্র মুখমণ্ডল ভয়ংকরভাবে জখম বা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। উতবার ভাই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস মুসলমানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যখন উতবার দুর্ভাগা আচরণ

সম্পর্কে জানতে পারেন তখন প্রতিশোধের নেশায় তার রক্ত টগবগ করতে থাকে। তিনি বলেন, আমি নিজ ভাইকে হত্যা করতে এত বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলাম যে, সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনোই আমি অন্য কোন জিনিসের জন্য এমন উদগ্রীব হই নি। সেই সীমালঙ্ঘনকারীর সন্ধানে আমি দুবার শত্রুব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ি যেন নিজের হাতে তাকে টুকরো টুকরো করে আমার মনটাকে শান্ত করতে পারি। কিন্তু আমাকে দেখে বারবার সে এমনভাবে কেটে পড়ে, যেভাবে শেয়াল লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। অবশেষে আমি যখন তৃতীয়বার এভাবে (শত্রুদের মাঝে) ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিলাম তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্নেহভরে আমাকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার কি জীবনটা খোয়ানোর ইচ্ছে হচ্ছে? তাই আমি হুযূর (সাঃ)এর বাধার মুখে এ সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হই।

মহানবী (সাঃ) স্বয়ং হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাতে তীর ধরিয়ে দেন আর সা'দ লাগাতার শত্রুকে লক্ষ্য করে সেই তীর ছুঁড়তে থাকেন। একবার মহানবী (সাঃ) তাকে বলেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তুমি লাগাতার তির নিক্ষেপ করে যাও। সা'দ জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত এ শব্দগুলো অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে-সেই মুশরিক, ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে যার নাম হিব্বান বলা হয়েছে, একটি তীর নিক্ষেপ করে যা হযরত উম্মে আয়মানের আঁচলে গিয়ে লাগে যখন কিনা তিনি আহতদের পানি পান করানোয় ব্যস্ত ছিলেন। এটি দেখে হিব্বান হাসতে থাকে। মহানবী (সাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)কে একটি তীর দেন যা হিব্বানের কণ্ঠনালীতে গিয়ে লাগে এবং সে পিছনদিকে পড়ে যায়, যার ফলে তার নগ্নতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এতে মহানবী (সাঃ) মুচকি হাসেন। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার এই অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি এমন একটি তীরের মাধ্যমে এক ভয়ঙ্কর শত্রুর জীবনাবসান ঘটিয়েছেন যার ফলাও ছিল না।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে সাক্ষী হিসেবে যেসব সাহাবী সন্ধিপত্রে সাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের তিনটি পতাকার মধ্যে একটি পতাকা ছিল হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)এর হাতে। বিদায় হজ্জের সময় হযরত সা'দ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত সা'দ বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাই। মহানবী (সাঃ) শুশ্রূষার জন্য আমার কাছে আসেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার অনেক ধনসম্পদ রয়েছে আর আমার উত্তরাধিকারী কেবল আমার একমাত্র কন্যা। তাই আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ ধনসম্পদ সদকা করে দিব? তিনি (সাঃ) বলেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তাহলে কি অর্ধেক সম্পদ সদকা হিসেবে দিয়ে দিব? মহানবী (সাঃ) বলেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করে দেই? তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, ঠিক আছে, কিন্তু এটিও অনেক বেশি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, জ্ঞানী ও ফিকাহবিদগণ এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এ যুক্তি দেন যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের ওসিয়্যত হতে পারে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, হাদীস সমূহও একথা সমর্থন করে যে, নিজের প্রয়োজনীয় খরচাদি রেখে বাকি সব সম্পদ বণ্টন করে দেয়া ইসলামী শিক্ষা নয়। যেমন মহানবী (সাঃ) বলেছেন, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তাদের সমুদয় সম্পদ সদকার করার জন্য নিয়ে আসে, অতঃপর মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতে।

সদকা কেবল অতিরিক্ত সম্পদ থেকে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন, অর্থাৎ তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাও তাহলে তা তাদেরকে নিঃস্ব বা দরিদ্র রেখে যাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম, পাছে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে থাকবে। মোটকথা এ ধারণা-ইসলামের আদেশ হলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব সম্পদ দান করে দেয়া উচিত–এটি সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী এবং সাহাবীদের রীতিপরিপন্থী, কেননা সাহাবীদের কতক এরূপ ছিলেন যাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের উত্তরাধীকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার শুশ্রূষার জন্য আসেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত সা'দের দেখাশুনা করার জন্য মক্কায় এক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সাঃ) তাকে বিশেষভাবে তাগিদ করেন যে, যদি হযরত সা'দ মক্কায় মৃত্যু বরণ করেন তবে তাকে যেন কিছুতেই মক্কায় দাফন করা না হয়, বরং মদিনায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ)এর খিলাফতকালে খসরু পারভেযের পৌত্র ইয়ায্দজার্দ এর সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর ইরাকে বৃহৎ পরিসরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন হযরত উমর তাদের মোকাবিলার জন্য হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। একইসাথে তিনি এটিও লিখেন যে, ইরানের বাদশাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে তোমার জন্য আবশ্যক হলো- ইরানের বাদশাহ্র নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো। অতএব এই আদেশ লাভ করে তিনি একটি প্রতিনিধি দলকে ইয়ায্দজার্দ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধি দল ইরানের বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে, প্রতিনিধি দলের প্র ধান হযরত নো'মান বিন মুকার্রিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর আগমনের সংবাদ প্রদান করে বলেন, তিনি (সাঃ) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ করি এবং পুরো বিশ্বকে সত্যধর্মে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানাই। এ আদেশ অনুযায়ী আমরা আপনার কাছে এসেছি এবং আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইয়ায্দজার্দ এই উত্তরে চরম ক্রুদ্ধ হয় এবং এক ভৃত্যকে ডেকে বলে, যাও মাটির একটি বস্তা নিয়ে আস। মাটির বস্তা নিয়ে আসা হলে সে ইসলামী প্রতিনিধিদলের নেতাকে সামনে ডাকে এবং বলে, মাটির এ বস্তা ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না। সেই সাহাবী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে অগ্রসর হন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির বস্তা পিঠে নিয়ে লাফ দিয়ে দ্রুত দরবার থেকে বেরিয়ে উচ্চস্বরে নিজের সঙ্গীদের বলেন, আজকে ইরানের বাদশা নিজ হাতে নিজের দেশের মাটি আমাদের হাতে সোপর্দ করেছে, একথা বলে ঘোড়ায় চড়ে তিনি দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করেন। বাদশাহ্ তার এই স্লাগান শুনে কেঁপে উঠে আর তার সভাসদদের দৌড়ে গিয়ে তার কাছ থেকে মাটির বস্তা ফিরিয়ে আনতে বলে, কেননা এটি খুবই অশুভ লক্ষণ যে, আমি নিজ হাতে আমার দেশের মাটি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু ততক্ষণে তিনি ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। অবশেষে তা-ই হয় যা তিনি বলেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো ইরান মুসলমানদের করায়ত্বে চলে আসে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, মুসলমানদের মাঝে এই মহা বিপ্লব কীভাবে সৃষ্টি হলো? কুরআনী শিক্ষা তাদের চরিত্র ও অভ্যাসে এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল যা

তাদের হীন জীবনের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রে উপনীত করেছিল। আর এর ফলে তারা জগতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারের ভূমিকা পালন করেন আর ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা-ই তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানিয়েছে। কোন ভয়-ভীতি বা কোন প্রকার শক্তি তাদেরকে ভীত করতে পারে নি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) যাহোক, তার স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখনও বাকি আছে তা পরবর্তীতে উপস্থাপন করব, ইনশাআল্লাহ্।

খুৎবা জুম্মার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মুহাম্মদ আক্রাম বাজওয়া সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা বুশরা আক্রাম সাহেবা, ইকবাল আহমদ নাসের পীরকোটি সাহেব, গোলাম ফাতেমা ফাহ্মিদা সাহেবা, জনাব মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী সাহেব এবং সিরিয়ার জনাব সেলিম হাসান আলজাবি সাহেবের এর প্রশংসাসূচক গুনাবলীর বর্ণনা করে স্মৃতিচারণ করেন এবং জুম্মা নামাযের পর মরহুমদের গায়েব নামাযে জানাযার আদায়ের ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
24 July 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org